ইরান-সৌদি-মার্কিন:
একটি রাজনৈতিক
Triad

গত দশকগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি আরবের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হতে দেখা গিয়েছে যেখানে মূলত সামরিক সহযোগিতা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। আমেরিকা ও সৌদি আরবের সাধারণ বিরোধীপক্ষ ইরানকে মোকাবেলায় পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও সুরক্ষা সুবিধা দিয়ে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সৌদির তেল রপ্তানি এবং সৌদি আরবের কাছে আমেরিকান অস্ত্র বিক্রির বিষয়টি সম্পর্ককে আর জোরালো করেছে।

ইরান-সৌদি সম্পর্ক-

একের পর এক নানা ঘটনার জের ধরে সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে বিভেদ বাড়তে বাড়তে আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ইরানের বিরোধী অন্যতম বৃহৎ শক্তি ছিলেন ইরাকি প্রেসিডেন্ট ও সুন্নি আরব নেতা সাদ্দাম হোসেন।

২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক অভিযান সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতা থেকে হটানো হয়।

এর ফলে ইরানের সামনে থেকে বড় একটি সামরিক বাধা দূর হয়, খুলে যায় বাগদাদে শিয়া-প্রধান সরকার গঠনের পথ।

শুধু তাই নয়, এরপর থেকে ইরাকে ইরানের প্রভাব বেড়েই চলেছে।

২০১১ সাল থেকে আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শুরু হয় রাজনৈতিক অস্থিরতা।

এই টালমাটাল পরিস্থিতিকে সৌদি আরব ও ইরান নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে তাদের প্রভাব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে সিরিয়া, বাহরাইন এবং ইয়েমেনে।

এর ফলে ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও শত্রুতা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এদিকে ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে তেহরানে সৌদি দূতাবাসে হামলার ঘটনা ঘটে।

অন্যদিকে সৌদিতে শেখ নিমর আল-নিমরকে (শিয়া আলেম) ফাঁসি দেওয়া হয়।

এরপর থেকে ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই।

এছাড়াও উভয়ই ইসলামী দেশ হলেও

যুক্তরাষ্ট্র- ইরান সম্পর্ক-

যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলো বহু দিন ধরেই ইরানকে দেখে আসছে এমন একটি দেশ হিসেবে - যারা মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করছে।

সৌদি নেতৃত্ব ইরানকে দেখছে তাদের অস্তিত্বের জন্যে হুমকি হিসেবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যৌথ বিস্তৃত Plan of Action (JCPOA, ইরান পারমাণবিক চুক্তি) থেকে সরে আসার কারণে ২০১৮ সালে ইরানের উপর পুনরায় আরোপিত কঠোর এবং নিয়ন্ত্রণমূলক নিষেধাজ্ঞা দেখা গেছে।

ইরান তখন থেকে Deep Recession ভোগ করেছে এবং আমেরিকাকে “অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের” জন্য সমালোচনা করেছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের উপর “সর্বাধিক চাপ” প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি বজায়

ইরানের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের সাম্প্রতিক বৈরিতার পেছনে রয়েছে সদ্য বিদায় নেওয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অবস্থান।

২০১৯ সালে সৌদি আরবের আবকাইক তেলক্ষেত্র ও খুরাইস তেল শোধনাগারে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইরানকে দায়ী করা হয়। এরপর উপসাগরীয় অঞ্চলে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আতঙ্ক তৈরি হয়ে

পাকিস্তানের ভূমিকাঃ

ইমরান খান বলেন, সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে চলমান উত্তেজনা নিরসনে পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং অস্থিতিশীল অঞ্চলগুলোতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে বাধা দিয়েছে।

সৌদি-ইরান শত্রুতার প্রভাব

মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলে এই দুটো দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নানা কারণেই যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার দীর্ঘদিনের স্নায়ু যুদ্ধের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

ইরান ও সৌদি আরব একে অপরের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করছে না ঠিকই, কিন্তু বলা যায় যে তারা নানা ধরনের ছায়া-যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে।

উপসাগরীয় সমুদ্রপথেও পেশীশক্তি প্রদর্শনের অভিযোগ উঠেছে ইরানের বিরুদ্ধে।

এই চ্যানেল দিয়ে সৌদি আরবের তেল পাঠানো হয় বিভিন্ন দেশে।

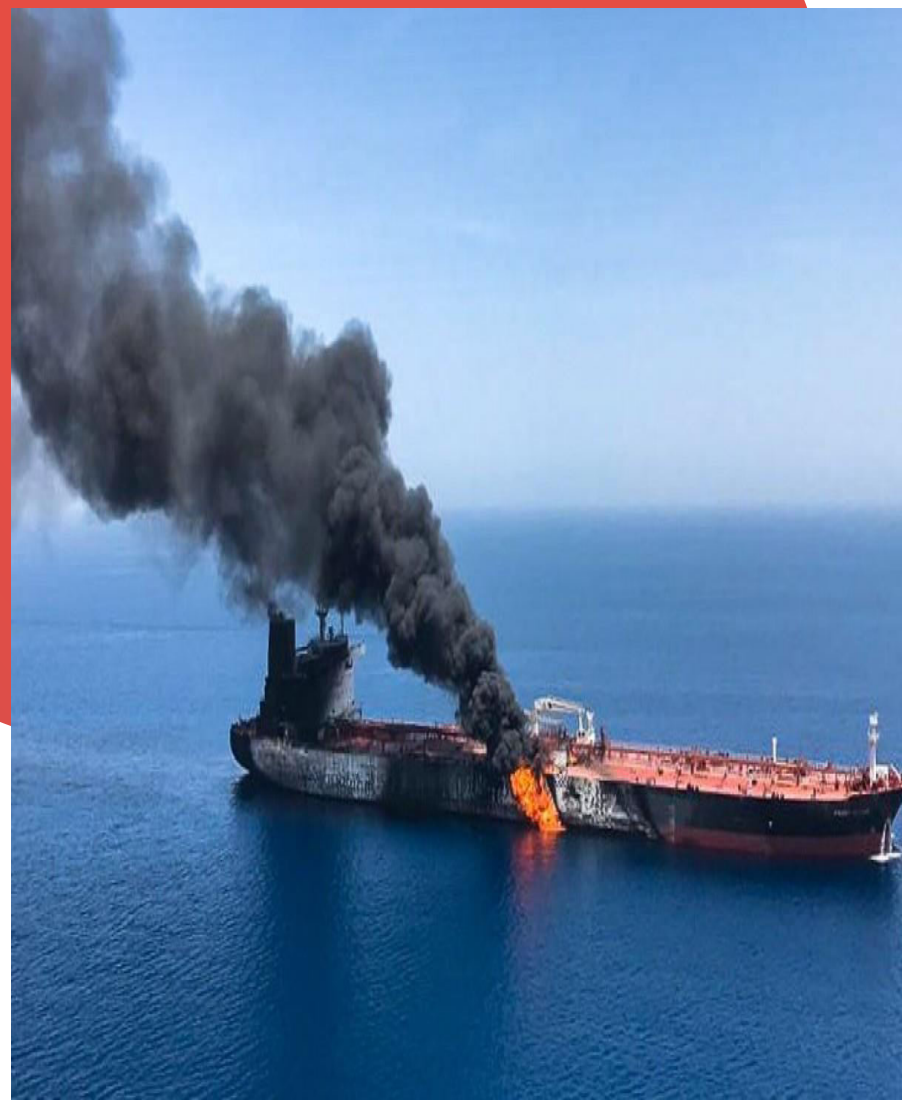

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি তেলের ট্যাংকারে হামলার জন্যে ওয়াশিংটন ইরানকে দায়ী করেছে।

এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে তেহরান।

ইরাকের Popular Mobilization Forces (PMF, or Hashd Al-Shaabi)-

সোলেইমানি ২০২০ সালের ৩ জানুয়ারি ইরাকের বাগদাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি টার্গেট করা বিমান হামলায় নিহত হন।

তাঁর সাথে ফোর্সের আরো কিছু জনপ্রিয় সামরিক সদস্যরা নিহত হয়।

- ইরান প্রতিশোধ হিসেবে ইরাকে দুটি মার্কিন বিমানঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়

- সেদিনই ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে বিধ্বস্ত হয় ইউক্রেনীয় উড়োজাহাজ। নিহত হয় ১৭৬ জন আরোহী।

- উড়োজাহাজ ভূপাতিত করার কথা ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তারা প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে তা মেনে নেয়।

হত্যার কারণঃ

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও ডোনাল্ড ট্রাম্প অনুসৃত ‘সর্বোচ্চ চাপ’ নীতির বিপরীতে ইরানের যে ‘প্রতিরোধযুদ্ধ’ তার মূল নেতৃত্বে ছিলেন সোলাইমানি।

তাছাড়া ইরানের বাইরে ইরানের প্রভাব বজায় রাখার পেছনে মূল কারিগর ছিলেন কাশেম সোলায়মানি।

Jamal Khashoggi:

সৌদি বংশদ্ভূত জামাল খাসোগি দি ওয়াশিংটন পোস্ট এর একজন সাংবাদিক ও লেখক ছিলেন, যিনি পূর্বে আল-এরাব নিউজ চ্যানেল এর সাধারণ ব্যবস্থাপক এবং মূখ্য সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি সৌদি আরবের সরকারের প্রতিনিধি দ্বারা ২০১৮ সালের ২ অক্টোবরে ইস্তাম্বুলে অবস্থিত সৌদি দূতাবাসে গুপ্তহত্যার শিকার হন।

জামাল খাসোগি হত্যাকাণ্ডের বিচারে ৮ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ৫ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং ৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

তবে তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

ধন্যবাদ